দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

কমিশন দিয়ে চলে ছাত্র সংগ্রহ

কোচিং সেন্টার

কামরুল হাসান/ মুনতাসীর মারুফ

কোচিং সেন্টারগুলোর ছাত্র ভর্তির কৌশল অভিনব। পরীক্ষা শেষ হলে এবং ফল প্রকাশের পর শুরু হয় তাদের ভর্তি মৌসুম। তখন রীতিমতো পণ্য কেনাবেচার মতো কমিশন দিয়ে সংগৃহীত হয় কোচিংয়ের ছাত্র। সে সময় কোচিং সেন্টারগুলো ভাল ছাত্রদের নিয়ে শুরু করে কাড়াকাড়ি। দেখা যায় একই ছাত্রকে নিজের কোচিংয়ের ছাত্র বলে দাবি করছে একাধিক প্রতিষ্ঠান। মেধা তালিকায় থাকা সেইসব ছাত্রের ছবিও ছেপে দিচ্ছে নিজেদের প্রসপেক্টাসে। এভাবে মেধা তালিকায় থাকা ছেলেদের দেখে যারা কোচিং করতে আসে তারা এসে বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু ততদিনে তাদের আর কিছুই করার থাকে না।

কোচিং সেন্টারগুলো তাদের নিজেদের প্রচারণার জন্য প্রতি বছর ভর্তি মৌসুমে বের করে রং-বেরংয়ের প্রসপেক্টাস। বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্রদের ছবি থাকে সেই সব প্রসপেক্টাসে। কিন্তু

ভাল ছাত্রছাত্রী নিয়ে
শুরু হয় কাড়াকাড়ি
তাদের ছবিও ছাপা
হয় প্রসপেক্টাসে

দেখা যায় একই ছাত্রকে একাধিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের ছাত্র বলে দাবি করছে। এমন একটি ঘটনা ঘটেছে গত বছরের এক পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে। দেখা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় তৃতীয় মেধাস্থান ও 'ঘ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম মেধাস্থান পাওয়া ছাত্রের ছবি একই সাথে ঢাকা কোচিং ও ইউসিস কোচিংয়ের প্রসপেক্টাসে ছাপা হয়েছে। দু'টি প্রতিষ্ঠানই তাকে নিজেদের ছাত্র বলে দাবি করেছে। এমনকি দু'টি কোচিংয়ের প্রসপেক্টাসে তার নিজের হাতের লেখা দাবি করে একটি বিবৃতিও ছাপা হয়। একই ভাবে ২০০০ সালে বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্রের কৃতিত্বের ভাগ নিতে চাইছে 'সানরাইজ' ও 'ওমেকা' নামের দু'টি কোচিং সেন্টার। এ রকম ঘটনার উদাহরণ ভুরি ভুরি। এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়ায় এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে থেকে নানা অভিযোগের প্রেক্ষিতে বড় বড় কোচিং সেন্টারগুলো একত্রে বেশ কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ কোচিং এ্যাসোসিয়েশন (বিসিএ) নামে একটি সংস্থার জন্ম দেয়। বিসিএর নীতিমালার মধ্যে ছিল ছাত্রছাত্রী তথা অভিভাবকদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশে কোন প্রকার পুরস্কার দেয়া বা পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া যাবে না। পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে চটকদার ভাষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের প্রতারিত করা যাবে না, প্রসপেক্টাসে কোন প্রকার মেধা তালিকা, ফলাফল, কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ছবি এবং শিক্ষকদের মন্তব্য থাকবে না, ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার ফ্রী কোর্স করানো যাবে না এবং কোনরূপ যাচাই ক্লাসেরও ব্যবস্থা থাকবে না ইত্যাদি। কিন্তু কোন কোচিং সেন্টারই এ নীতিমালা বেশিদিন মেনে চলেনি। বিসিএ বহির্ভূত কোচিং সেন্টারগুলো ছবিসহ রঙিন প্রসপেক্টাস বের করে সুযোগ নিচ্ছে– এ অজুহাতে বিসিএ ভুক্ত কোচিং সেন্টারগুলোও পুরনো

ধারায় ফিরে যায়। যার ফলে ১৯৯৯ সালে বিসিএ ভেঙ্গে যায়।

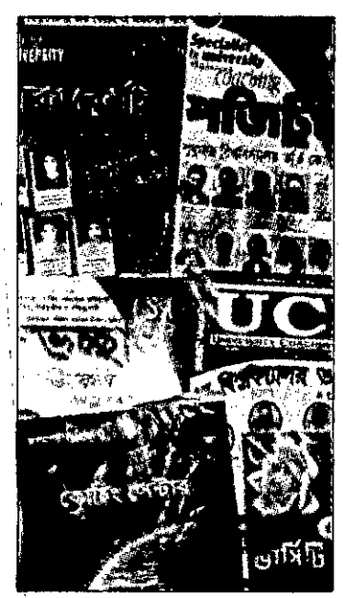

একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে একাধিক কোচিং সেন্টারের এ টানাটানি নিয়ে কোচিং সংশ্লিষ্ট একজন জানালেন, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, এইচএসসি পরীক্ষার পর ছাত্রছাত্রীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই কিছু টিউটর বা কোচিং সেন্টারের প্রতিনিধি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বাসায় গিয়ে তাদের কোচিংয়ের ফরম পূরণ করিয়ে নেয়। এ ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের ফ্রী ভর্তি হবার লোভ দেখিয়ে ফরম পূরণ করায়। ছাত্রছাত্রীরাও হয়ত দু'একদিন ক্লাস করে ঐ কোচিংয়ে আর ক্লাস করতে যায় না, কিন্তু পরে ছাত্রছাত্রীরা ঐ কোচিং সেন্টারে কোচিং না করলেও ছবি ছাপিয়ে কৃতিত্বের অংশীদার হতে চায়। কোন কোচিং সেন্টারেই যেহেতু ভর্তি বাতিল করার কোন সুযোগ নেই, ফলে টাকা দিয়ে হোক বা না হোক, কোন ছাত্রছাত্রী ভর্তি ফরম একবার পূরণ করলেই কোচিং সেন্টারের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। কখনও যদি সে ক্লাস নাও করে, তবুও তাকে নিজেদের ছাত্র বা ছাত্রী দাবি করে ভর্তি ফরমের ভিত্তিতে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন ছাত্র একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির লক্ষ্যে কোন কোচিংয়ে ভর্তি হয়। ধরা যাক, কোন কোচিংয়ে যদি সে বুয়েটে ভর্তির জন্য ক্লাস করে এবং সে মেডিক্যাল বা বিশ্ববিদ্যালয়েও চান্স পায়, তবু সেসব স্থানে ভর্তির কৃতিত্বও উক্ত কোচিং সেন্টার দাবি করে বসে।

প্রতি বছর কোচিং মৌসুম এলে কোচিং সেন্টারগুলো নানা কায়দায় ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করে। লাখ লাখ টাকা খরচ করে ছাপায় রং চঙে প্রসপেক্টাস, পত্রিকার পাতায় দেয় নিয়মিত বিজ্ঞাপন। এইচএসসির লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় কলেজে কলেজে গিয়ে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের কাছে ধরনা দেয়-যাকে কোচিংয়ের পরিভাষায় বলা হয় ক্যাম্পেইন। ক্যাম্পেইন অংশ নেয় কোচিংয়ের আগের বছর কোচিং করা ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা। প্রতি বছর ক্যাম্পেইন নিয়ে ঘটে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা। কোচিং সেন্টারগুলোর ক্যাম্পেইনের দৌরাত্ম ঠেকাতে কোন কোন কলেজকে পরীক্ষার সময় পুলিশের সাহায্য নিতে হয়। নটর ডেম ও ভিকারুননিসায় এমন ঘটনা ঘটেছে। ক্যাম্পেইনের সময় বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে। দুই বিরোধী কোচিং সেন্টারের ক্যাম্পেইনকারীদের মধ্যে হুমকিধামকি এমনকি মারামারির ঘটনাও ঘটে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, বছর দু'য়েক আগে যখন তিনি একটি কোচিং সেন্টারের ক্যাম্পেইন করেন তখন তাঁর বাসায় ফোন করে অজ্ঞাত লোকজন হুমকি দিত। এমনকি আবার ক্যাম্পেইনে বের হলে তাঁর হাত-পা ভেঙ্গে ঘরে ফেলে রাখা হবে বলেও হুমকি দেয়া হয়।

শুধু প্রচারণা আর প্রসপেক্টাস বিলি করে নয়, ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেও ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করা হয়। নানা কৌশলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের ঠিকানা ও ফোন নম্বর যোগাড় করে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। প্রলোভন দেখানো হয় কম টাকায় ভর্তি করানোর। অন্য কোচিংয়ের চেয়ে তাদের কোচিং কত উন্নত তারও ফুলানো ফাঁপানো বিবরণ দেয়া হয়। এসব কাজ করে সাধারণত কোচিং শিক্ষকরাই বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিরা। ফলে ছাত্র ভর্তির টাকার একটি নির্দিষ্ট অংশ যায় তাদের পকেটে। কোচিং মালিকদের সাথে চুক্তিও থাকে সেভাবেই।